· ORGAN OF THE CALCUTTA STATION ·

Vol. II. No. XV. | 10th April, Friday, 1931. | One Anna.

২য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা] | ১০ই এপ্রিল, শুক্রবার ১৯৩১, ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৭। | [এক আনা

LISSEN

MAKE

EVERY COMPONENT FOR THE RADIO ENTHUSIAST

All circuits can be built from Lissen parts. Here are some of the most popular Lissen Components. Accumulators :—H. T. & L. T.—Batteries :- H. T & G. B.—Eliminators :- A. C. & D. C.—Condensers :—Fixed Mica Mansbridge and Variable—Resistances :—Gridleaks, Potentiometers, Rheostats and Volume Controls—Valve Holders :—all types —Valves—Loud Speakers Kits of Parts—Gramophone Pick-ups etc. etc

MAKE YOUR SET ALL-LISSEN

SOLE DISTRIBUTORS IN INDIA.

Queen's Road, Nr. Marine Lines, BOMBAY.

BOMBAY RADIO Co., Ltd.

43/1D, Dharamtola Street, CALCUTTA.

Betar Jagat

The only paper of its kind widely circulated amongst the Radio listening public. Book your Advertisement just now.

Certainly it will pay.

বেতারযন্ত্র

ও টাইপরাইটার

ঝক্‌ঝকে নূতন টাইপরাইটার, বেতারযন্ত্র, স্বরবর্দ্ধক যন্ত্র, বৈদ্যুতিক গ্রামোফোন, নূতন ও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপরাইটার (খুব উৎকৃষ্ট অবস্থার) যদি কিনতে চান তা হলে আমাদের দোকানে আসুন। আমরা প্রচুর পরিমাণে এই সমস্ত দ্রব্য আমদানী করেছি। মফঃস্বলের ক্রেতাদের কাছে পছন্দ করবার জন্য দশদিন জিনিষ রাখা হয়। কোন টাইপরাইটার বা বেতারযন্ত্র চট্ করে কিনবেন না যতক্ষণ না আমাদের সচিত্র ক্যাটালগ পাচ্ছেন। চাইলেই বিনামূল্যে তা পাঠিয়ে দোব। এই সমস্ত যন্ত্র যদি খারাপ হয় তা হলে আমরা তৎক্ষণাৎ ইউরোপীয় কারিগর দিয়ে মেরামত করে দিই। খুচরা যন্ত্রাদিও আমাদের কাছে কিনতে পাবেন। আমাদের জিনিষ উৎকৃষ্ট অথচ দাম খুব কম।

নতুন মডেলের

৩ ভ্যালব্ ডি, সি মেন সেট ৭৫৲, ৪ ভ্যাল্‌বের স্ক্রীন্ গ্রীড্ পোর্টেবেল সর্ট লং ও সর্ট ওয়েভ ফ্রেম এরিয়েল শুদ্ধ ২৭৫৲ টাকা। (রেমিংটন, আণ্ডারউড, করোনা ইত্যাদি) সর্ব্বরকমের টাইপরাইটার ৬৫৲ টাকা থেকে তদূর্দ্ধ।

জি, রজার্স এণ্ড কোং,

২৩ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ৫৪৭১ কলিকাতা।

আমাদের কথা

আমাদের এবারকার অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শুক্রবার ১০ই এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার বসুর "আশ্‌মানী" গীতিনাট্যখানি অভিনীত হবে।

আগামী শুভ ১লা বৈশাখ বুধবার ১৪ই এপ্রিল তারিখে রেডিও শিল্পিগণ "ঋতু উৎসবে"র আয়োজন করেছেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটীর জন্য নবীন কবি বাণীকুমার কয়েকটী গান রচনা করেছেন। আশা করি গানগুলি আপনাদের ভাল লাগ্‌বে।

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে আমাদের ঘোষণা-মন্দিরে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়ের "প্রহ্লাদ চরিত্র" অভিনয় হবার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়ালের স্মৃতি উপলক্ষে সেখানকার জল্‌সা রীলে করায় অভিনয় বন্ধ রাখতে হয়েছিল। আগামী ১৭ই এপ্রিল তারিখে "প্রহ্লাদ চরিত্র" অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী ২০শে এপ্রিল সোমবার রেডিও ক্লাব শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের "ঈষৎ গলদ" নামে একখানি প্রহসন অভিনয় করবেন। আশা করি এবারকার অভিনয়-অনুষ্ঠান আপনাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে।

আমাদের এবারকার বক্তৃতাগুলির প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আগামী ১০ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্যর সি ভি রমণ বক্তৃতা করবেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে তাঁর নিজেরই আবিষ্কৃত "রমণ রশ্মি" সম্বন্ধে। স্যর সি ভি রমণ ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য। এ সৌভাগ্য মাত্র জনকয়েক ভারতবাসীর হয়েছে। তা ছাড়া গত বৎসর তিনি বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়ে পৃথিবীর অনেক স্থান থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভূপ্রদক্ষিণ শেষ কোরে সম্প্রতি তিনি আবার দেশে ফিরেছেন।

আগামী ১৫ই এপ্রিল বুধবার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় "আবিষ্কারের কথা" সম্বন্ধে কিছু বলবেন। নৃপেন্দ্র বাবু সুবক্তা এবং সুলেখক হিসাবেও তাঁর নাম আছে। আশা করি বক্তৃতাটী আপনাদের ভাল লাগবে।

আগামী ২২শে এপ্রিল বুধবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ মশায় পুরাতন যুগের সংস্কৃত ভাষার লেখকগণ সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

বক্তৃতা সম্বন্ধে একটি কথা সাধারণের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। বক্তৃতা দেবেন বলে অনেকে আমাদের পত্র প্রেরণ করেন

এবং কবে নাগাদ আমাদের সময় হোতে পারে তা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা কি বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন এবং বক্তৃতার পাণ্ডুলিপিখানি আগে না পেলে সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলতে অপারগ।

আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মা মশায় প্রতিদিন দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের মহিলা মজলিসে নানা দেশ বিদেশ,, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির কথা বলে থাকেন। অনেক শ্রোতা আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, তিনি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মধ্যে মধ্যে এই সকল কথা যদি বক্তৃতাচ্ছলে বলেন তা হোলে তাঁরা বাধিত হবেন। আবার আর একদল শ্রোতা অনুযোগ করেছেন যে আমাদের প্রোগ্রামে বক্তৃতার বড় আতিশয্য দেখা যাচ্ছে। এমন ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য তা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এ সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা সাধারণের মতামত আহ্বান করছি।

আগামী সোমবার ২০শে এপ্রিল তারিখের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের প্রতি আমাদের শ্রোতৃবর্গের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ঐ দিন রাত্রি ৯-৫৫ থেকে ১০-৩০ অবধি স্বনামধন্য স্বরোদ বাদক হাফেজ আলি খাঁ সাহেব স্বরোদ বাজাবেন। আমাদের ঘোষণা-মন্দিরে ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও কয়েকবার পদার্পণ করেছেন। তিনি আমাদের দেশের গুণীদের মধ্যে অন্যতম রত্ন।

যাঁরা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম শুনে থাকেন তাঁদের মনোযোগ কয়েকটী বিশেষ ইউরোপীয় অনুষ্ঠানের দিকে আকর্ষণ করছি। আগামী ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে নটার সময় দি হোয়াইট হিদার প্লেয়ার্স "দি পোচার (The Poacher) নামে একখানি এক অঙ্কের নাটক অভিনয় করবেন।

আগামী ১৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯-৩০ থেকে ১১টা পর্য্যন্ত এবং ২১শে এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রি ৯-৩০ হইতে ১০-৩০ অবধি পঞ্চম মারহাট্টা লাইট পদাতিক সৈন্যদল লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ ডব্লিউ গোল্ডফ্রাপের অনুমত্যানুসারে এখানে ব্যাণ্ড বাজাবেন।

আগামী ১৪ই এপ্রিল তারিখে বাংলার নূতন বৎসর আরম্ভ হবে। নববৎসরে আপনারা আমাদের প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা কোরে আমাদের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হউন। আপনাদের তুষ্টি সম্পাদন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তার পরিবর্ত্তে যদি কখনো আমরা বিরক্তির কারণ হোয়ে থাকি তা হোলে তা আমাদের অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেই হয়েছে বলে বিশ্বাস করবেন।

আমাদের অন্যতমা অভিনেত্রী মিস্ উষাবতী কিছু দিন আগে শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে আবার বেতার নাটুকে দলে যোগ দিয়েছেন। আশা করি এ সংবাদে আপনারা খুবই খুসী হবেন।

বঙ্গদেশে কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি

শ্রীঅনাদিনাথ মিত্র

বঙ্গদেশের অবস্থা অতীত ও বর্ত্তমান—আমাদের বঙ্গদেশকে কবি "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যখন অর্দ্ধাশন-ভোজী, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গবাসীকে দেখি ও পানাপরিপূর্ণ, ক্ষীণতোয়া নদী ও অপরিষ্কৃত ডোবা পুষ্করিণী, ও শৃগাল ও অন্যান্য শ্বাপদের আবাসভূমি বহু প্রকার জঙ্গলে পরিপূর্ণ গ্রাম-দেশ দেখি, তখন মনে হয়, যে কোনও রূপ শাপে কবির উক্তি ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। ২।৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে কবির উক্তি ব্যর্থ বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইত। সে সময়ে যদিও আজকালকার মত রেলপথ বা মোটরগাড়ী ছিল না এবং বর্ত্তমান সভ্যতার উপকরণও ছিল না তথাপি নদী-মাতৃক বঙ্গে, প্রায় সকল নদীতেই প্রচুর জল ছিল এবং দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ে বঙ্গদেশের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন:—"আমি বোধ করি বঙ্গদেশ, মিশর অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী, এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলা, রেশম, চাউল, চিনি ও মাখন রপ্তানি হয়। দেশের ব্যবহারোপযোগী যথেষ্ট গম, তরকারী, অন্যান্য শস্য, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি হয়। অনেক শূকর, ছাগ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সকল প্রকার মৎস্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত অসংখ্য খাল দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি পূর্ব্বকালে বহু পরিশ্রমে জলযাত্রা ও ক্ষেত্রে চাষের জলের জন্য খোদিত হইয়াছিল ইত্যাদি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে পূর্ব্বকালে দেশে কৃষি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে না যে সেকালে কোনও রোগই ছিল না। রোগও ছিল, মৃত্যুও ছিল এবং ইহাও সত্য যে একালের মত সূক্ষ্ম হিসাব থাকিত না এবং কতদূর কোন রোগের বিস্তৃতি হইত তাহাও জানা যাইত না। কিন্তু একালের মত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা ইত্যাদি বহু প্রকার রোগে দেশ এমন জর্জ্জরিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যদি সেরূপ হইত তাহা হইলে দেশের সমৃদ্ধির বিবরণ বিদেশী পর্য্যটকগণ লিপিবদ্ধ করিতেন না। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে পূর্ব্বকালে দেশে কৃষি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালই ছিল। বঙ্গদেশের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যথা বর্দ্ধমান, বসিরহাট, আরামবাগ ইত্যাদি যাহা ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও স্বাস্থ্যনিবাস ছিল; আরামবাগ নামেই তাহা

WHY NOT LEARN TO PLAY A MUSICAL INSTRUMENT YOURSELF?

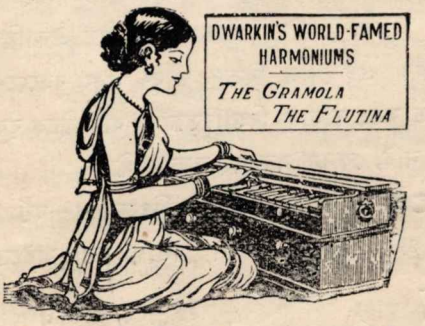

It is no doubt pleasant to listen-in Wireless Music but it will be infinitely more so if you can produce music yourself.

We have a varied selection of Musical Instruments to choose from and invite inquiries.

Dwarkin & Son
Telegrams MUSICAL
Telephone 1051
CALCUTTA.
8, Dalhousie Square, East.

প্রকাশ। কিন্তু অধুনা এসকল দেশ বহুপ্রকার রোগের আকর হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যস্থান হইতে বা বিদেশ হইতে যদি কেহ চাকুরী উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসেন তাহা হইলে তাঁহার প্রথম ও প্রধান চিন্তা হয় যে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য কিরূপে ভাল থাকিবে? বাহিরের লোকে Bengalকে Land of Tigers, Snakes, Swamps fevers বলিয়াই অভিহিত করেন। এই সকল আখ্যার মূলে যে একেবারে কিছু নাই তাহা মনে করা ভুল। ম্যালেরিয়া ও কলেরা রোগ বঙ্গদেশে ভারতবর্ষের অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক প্রবল।

ম্যালেরিয়া—এসকল বিষয়ে আলোচনা বহুবিধ প্রকারে হইয়াছে। Sir Ronald Ross ম্যালেরিয়া রোগ উৎপাদনকারী বিষাক্ত মশক কলিকাতায় বসিয়াই আবিষ্কার করেন। সেই আবিষ্কারের ফলে বহুদেশে বহু প্রকার গবেষণা ও কার্য্য হইয়াছে এবং তাহার ফলে পৃথিবীর অনেক স্থান ম্যালেরিয়া হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে যথা Panama, Malaya ইত্যাদি। এতদ্দেশে ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল কল্পে বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে এবং আরও হওয়া উচিত। যাহাতে আমাদের দেশের নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া আসে, সেজন্য প্রত্যেক বাঙালীর ঐকান্তিক চেষ্টা আবশ্যক। এই রোগ কিরূপ ভীষণ এবং বঙ্গদেশের কত দূর ক্ষতি করে তাহার বিস্তারিতরূপে বাঙালীকে বুঝাইবার দরকার নাই, কেননা সকলেই ভুক্তভোগী।

বঙ্গের প্রাকৃতিক বিভাগ—বর্ত্তমান বঙ্গদেশকে ৪টি প্রাকৃতিক অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা :—

(১) পূর্ব্ববঙ্গ—ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগ লইয়া –
(২) উত্তরবঙ্গ—রাজসাহী ,, ,,
(৩) দক্ষিণবঙ্গ—প্রেসিডেন্সি ,, ,,
(৪) পশ্চিমবঙ্গ - বর্দ্ধমান ,, ,,

এই চারি অংশের মধ্যে দেখা যায় যে পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই প্রকোপকে যদি (১) এই সংখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে উত্তরবঙ্গের সংখ্যা হয় (২) দক্ষিণবঙ্গের (৩) ও পশ্চিম বঙ্গের (৪) অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ ও মৃত্যু পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা ৪ গুণ বেশী। আবার কৃষির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে এই চারি বিভাগের মধ্যে পতিত জমি পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা কম। পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমি পূর্ব্ববঙ্গের পতিত জমির ৫ গুণ।

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা—ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্ববঙ্গের নদীগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং বর্ষাকালে প্রায় সমগ্র দেশই নদীজলে প্লাবিত হয়। সেজন্য শস্যহানিও হয় না বা রোগের প্রাবল্য দেখা যায় না, বরং যে বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে নদীজল প্লাবন কম হয়, সেই বৎসরই রোগ বেশী দেখা যায়; এবং যে সকল স্থানে নদীগুলি মজিয়া গিয়াছে যথা মাণিকগঞ্জ, উত্তর ফরিদপুর, সেই সেই দেশেই ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি অধিক। পূর্ব্ববঙ্গের নদীগুলিতে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের সকল নদীর জল আসে এবং তাহার সহিত উত্তর ভারতের পলিমাটি আসিয়া পড়ে দেশ সমতল বলিয়া নদীবন্যা অতি ধীরে বৃদ্ধি পায়, দিনে ৬″ আন্দাজ জল বৃদ্ধি হয়। ইহার ফলে

গৃহলক্ষ্মী ও ছেলেমেয়েদের

—জন্য—

দেশী মিলের প্রস্তুত স্বদেশী পোষাক সর্ব্বদা মজুত রাখি।

পছন্দসই ছাঁট কাট ও ফ্যাসান চান ত আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। দাম সস্তা, এক দর, অপছন্দে নির্ব্বিঘ্নে ফেরত বদল।

ড্রেপারি ষ্টোর

G, ১৩, ১৪, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট,

কলিকাতা।

Phone Cal. 420২

শস্য নষ্ট হয় না ও দেশের আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইয়া যায়। কৃষির জন্য জলের অভাব কখনও হয় না এবং জমির উর্ব্বরতা অধিক বলিয়া প্রায়ই বৎসরে দুইটি ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। যথা পাট ও ধান্য। কোনও কোনও স্থানে ইহার উপর কলাইও করা চলে। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রধান কারণ।

পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা—অপরপক্ষে উত্তর বঙ্গের উত্তরাংশে, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষির জন্য জলাভাব প্রায়ই দেখা যায়, অথচ স্থানের অতিবৃষ্টি-ঘটিত জলপ্লাবনের দ্বারা শস্যও নষ্ট হয় এবং রোগের প্রাদুর্ভাবও বেশী দেখা যায়। দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের বিশেষতঃ শেষোক্ত ভূভাগে অধিকাংশ স্থান বন্যা নিবারণের জন্য দৃঢ় মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত। পশ্চিম বঙ্গের মধ্য দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়াছে সে গুলির প্রত্যেকটিই পার্ব্বত্য নদী যথা—অজয়, দামোদর, রূপ-নারায়ণ, কংশাবতী, শিলাবতী প্রভৃতি। এই সকল নদী ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া বঙ্গ-দেশের পশ্চিমভাগে ছড়াইয়া পড়ে আবার এই ভূভাগে সমুদ্র অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া জোয়ারের বেগও প্রবল। এই উভয়বিধ জলস্রোত, যথা পার্ব্বত্য নদীর প্রবল বন্যা ও সমুদ্রের প্রবল জোয়ারে দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে চায়। পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলির ঢাল প্রায় মাইল প্রতি ৪' হইতে ২', পূর্ব্ববঙ্গের নদীতে ঢাল ৩"। এই কারণ পশ্চিমবঙ্গের বন্যার প্রকোপ ভয়ানক। ১ ঘণ্টায় কোনও কোনও নদীতে বন্যা ৬ ফুট বাড়িতে দেখা গিয়াছে। এই সকল প্রাকৃতিক কারণে বাঁধ দেওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক নদ নদীর একপার্শ্বে বা উভয়পার্শ্বে বাঁধ আছে।

বাঁধের অপকারিতা—এই প্রকার বাঁধ পশ্চিমবঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় ১৩০০ মাইল গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে। ইহা ব্যতীত রেলওয়ের বাঁধ, রাস্তার বাঁধ ত আছে; গ্রাম ভেড়ী ও অপরাপর প্রকার বাঁধও আছে। অন্যপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের সরকারী বাঁধ ত নাইই এবং রেল ও রাস্তার বাঁধও অপেক্ষাকৃত অনেক কম। পশ্চিম বঙ্গের বাঁধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না বটে কিন্তু বাঁধের জন্য দেশে কতকগুলি অপকার হইয়াছে সেগুলি এখন বিবেচ্য :—

(১) বাঁধগুলি থাকার জন্য নদীর বন্যাজল দেশে প্রবেশ করিতে ও ছড়াইতে পারে না। বন্যা জলের পলি ও বালী নদীগর্ভে পতিত হইয়া নদীর প্রসার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং বন্যা জলের উচ্চতা বৃদ্ধি হইয়া বাঁধগুলি ভগ্ন হইবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

(২) বন্যা জলের বেগে বাঁধ প্রায়ই ভগ্ন হয় এবং স্থানে স্থানে ২০০।৩০০ বর্গ মাইল ধান্যপূর্ণ জমি নষ্ট হইয়া যায়। এবং একবার ভাঙিলে বর্ষাকালে তাহা মেরামত করা দুরূহ ও প্রভূত ব্যয়সাধ্য হয়। সে বৎসরের মত শস্যের আশা ভরসা যায়।

(৩) দেশে পলিমাটি না পড়ার জন্য, দেশের উর্ব্বরতা হ্রাস হয়, পশ্চিম বঙ্গের ১ বার মাত্রই শস্য হয় যথা হৈমন্তিক ধান্য। জমির উর্ব্বরতার অভাবে ও জলাভাবে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফসল সম্ভব হয় না।

(৪) বন্যা জলের পলিমাটি দেশে না পড়ার জন্য অনেক স্থান নিম্নই থাকিয়া যায় এবং যে সকল স্থান হইতে বৃষ্টিজল নিষ্কাষিত হয় না—ফলে শস্যহানি হয়। বন্যা রক্ষিত দেশের নদীগুলি এইরূপে মজিয়া যায়; দেশের লোকে সুবিধা পাইয়া নদীগর্ভের জমি ক্ষেত্রে পরিণত করে এবং জলাভাবের জন্য নদীমধ্যে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বাঁধ দিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে জল দেয়। উদাহরণ স্বরূপ সরস্বতী, যমুনা, কাণানদী, কাণা দামোদর, ক্ষীরাই ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

(৫) বন্যাজলের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে এই পলিমিশ্রিত জলে ম্যালেরিয়া রোগ উৎপত্তিকারী বিষাক্ত মশকের ডিম্বগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। অপিচ বর্ষার প্রারম্ভে পার্ব্বত্য নদীতে যখন প্রথম বন্যা আসে তাহার সঙ্গে অজস্র মৎস্যের চারা ভাসিয়া আসে। এই চারাগুলি খাল বিলে প্রবেশ করিতে পাইলে দেশে মৎস্য বৃদ্ধি হয় এবং এই চারা মৎস্যগুলি ম্যালেরিয়া রোগের মশকের ডিম্ব-গুলিকে ভক্ষণ করে। এইজন্যই দেখা যায় যে বন্যাপ্লাবিত দেশে (যথা পূর্ব্ববঙ্গে) বন্যা রক্ষিত দেশ অপেক্ষা (যথা পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে) স্বাস্থ্য ভাল অর্থাৎ ম্যালেরিয়া অনেক কম।

বন্যাজলের উপকারিতা—অতএব পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে এতদূর বিভিন্নতার

কারণ বেশ বোঝা যাইতেছে। ইহাও বোঝা যাইতেছে যে ভগবানের বিধানে পার্ব্বত্য নদ নদী ও গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ নদীর বর্ষাকালীন জলে যে পলি আছে তাহা ক্ষেত্রের শস্যের ও দেশের প্রাণস্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গের উন্নতি হইয়াছে এই পলি সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য এবং পশ্চিম বঙ্গের অবনতি হইয়াছে এই পলি দেশ হইতে বিতাড়িত করার জন্য। পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলি বন্যাজল অভাবে জঙ্গল ও আগাছায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ও কচুরী পানার উৎপত্তি হওয়ায় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নৌকা চলাচল নাই এবং এই কচুরী পানার নীচে অসংখ্য মশকের বাসস্থান, এবং তাহা হইতেই ম্যালেরিয়া রোগের ভীষণ আধিপত্য হইয়াছে! ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন দামোদরের ভীষণ বন্যায় বাঁধগুলি বহুধা ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল তখন জলপ্লাবনে কষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু দেশে ম্যালেরিয়া একেবারেই ছিল না এবং সে বৎসর ও তাহার পর বৎসর প্রচুর শস্য লাভ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে যখন বাঁধ ইত্যাদি সুদৃঢ় ছিল না তখন দেশে জলপ্লাবন প্রতি বৎসরই হইত কিন্তু সে প্লাবনের জল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইত বলিয়া শস্য-হানি হইত না।

পশ্চিম বঙ্গের পল্লীর অবস্থা—বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় যে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের ক্ষেত্রে পলি সার অভাবে ধান্য উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং যাহা হয় তাহাও সাঁওতালগণ আসিয়া রোপণ করে ও কর্ত্তন করে এবং তাহাদের পরিশ্রম স্বরূপ এই অল্প শস্যের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ তাহারাই লইয়া যায়। দেশস্থ কৃষকগণ ম্যালেরিয়া রোগে ক্ষীণ; তদুপরি অল্প শস্যে তাহাদের আহারের সংস্থানও থাকে না বা অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য হস্তে টাকাও অল্পই থাকে। ইহার ফলে, পরস্পর বিবাদ, দারিদ্র্য, মোকর্দ্দমা করিতে করিতে কৃষকগণ উত্তমর্ণের হস্তে পড়িয়া ভদ্রাসন ছাড়িয়া দিয়া সহরে আসিয়া কলের মজুরী বা অন্য কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে দেশের যে সকল পল্লী এককালে সমৃদ্ধিশালিনী ছিল তাহা এক্ষণে অপরিষ্কৃত, পানাপুকুর, জঙ্গল ও আবর্জ্জনা পূর্ণ হইয়াছে, নদী খাল ইত্যাদি গতপ্রায় ও দেশ শৃগাল, কুক্কুর ও নেকড়ের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে।

কর্ত্তব্য কি? এখন কর্ত্তব্য কি? ইহার উত্তর আমি স্বর্গীয় দেশবন্ধুর ভাষায় দিতেছি! তিনি বলিয়াছেন —"পল্লী-সমাজ সভ্যতা ও সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিপুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এইজন্য আজ জীবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমি স্থির বুঝিয়াছি, পল্লী-সমাজেই ভারতের জীবন, পল্লী সংগঠনেই মুক্তি।"

পল্লী সংগঠনের কার্য্যাবলী—এই সংগঠন-কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম একতার প্রয়োজন। এই একতার দ্বারা প্রত্যেক পল্লীর কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা দেশের জীবনীশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনা আবশ্যক।

(১) সর্ব্বাগ্রে ম্যালেরিয়ার আকর পচা পুষ্করিণী, ডোবা ইত্যাদি পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

যেগুলি কার্য্যের অযোগ্য সেরূপ ডোবা ভরাট করিয়া ফেলিতে হইবে।

(২) অযথা জঙ্গলগুলি কাটাইয়া মুক্তবায়ু প্রবেশের পথ করিতে হইবে। ইহাতে কৃষি বা ফলের ক্ষেত্রের উৎপত্তি হইবে।

(৩) ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক যে সকল উপায় আছে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে—যথা Quinine ব্যবহার, Kerosene দ্বারা পুষ্করিণী পরিষ্কার ইত্যাদি।

(৪) সকল গ্রাম ও দেশের প্রাণ নদী। সেগুলির সংস্কার একান্ত কর্ত্তব্য। নদীতে মৎস্য ধরিবার বংশনির্ম্মিত বাতা ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাঁধগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

(৫) কচুরীপানা, টোপাপানা ইত্যাদি সমূলে পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। যে সকল বাঁশের সেতুতে পানা আবদ্ধ হইয়া থাকে সেগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অপ্রশস্ত পাকা সেতুগুলিও তুলিয়া দিতে হইবে। নদী পরিষ্কার থাকিলে নৌকা চলাচল হইবে, বাণিজ্যে সুবিধা হইবে, সাধারণ পারাপারের জন্য নৌকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(৬) দেশে ও নদীতে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে বন্যা-জল আনয়ন করিতে হইবে। এককালীন সমগ্র বাঁধ নির্ম্মূল করা অসম্ভব। বর্ত্তমান বাঁধগুলিতে বড় বড় ফুকারযুক্ত sluice দ্বারা ইহা হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে কতকগুলি নিয়মানুসারে এগুলি প্রস্তুত

হইতে পারে কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক নিকাশী নদীগুলি পরিষ্কার রাখা অন্যথা বন্যাজলের আধিক্যে শস্যহানি হইতে পারে।

(৭) বন্যাজল যাহাতে সকল ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। বন্যা কৃষি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ অপকারী নহে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে বৃষ্টির জলে উৎপন্ন ধান্য কোন ক্ষেত্রে যদি বিঘা প্রতি ১০ মণ পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বন্যাজলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১৫।১৬ মণ হইবে। ইহা আর ও সুবিধার কথা নহে?

(৮) পুষ্করিণীগুলি বন্যাজলে পূর্ণ করিতে পারিলে তাহাতে যথেষ্ট মৎস্যের উৎপত্তি হইবে।

(৯) বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী বা Tube-well খনন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কলেরা ইত্যাদি বহু রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে।

(১০) শস্যের বীজের উন্নতি সাধন করিয়া যাহাতে বিঘা প্রতি প্রত্যেক শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। সকল প্রকার শস্যের যাহাতে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই মহৎ কার্য্যে দেশবাসীর একতা ও উদ্যোগ সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। রাজকীয় সকল বিভাগের কর্ম্মচারীর জেলা ও লোকেল বোর্ডের কর্ম্মচারী ও সদস্যদিগের সাহায্যও আবশ্যক। কেননা প্রজার মঙ্গলেই রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল। সম্প্রতি এই সকল ব্যাপারে একটা জাগরণ লক্ষিত হইতেছে। অনেকগুলি সমিতি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং কার্য্যও চলিতেছে; ইহা একটা বিশেষ আশার কথা। এমন কি ভদ্রসন্তানগণ স্বহস্তে পানা পরিষ্কার ও নালা পরিষ্কারও করিতেছেন।

তাঁহারা এতদিনে বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে দেশের ও গ্রামের নদী নালা পুষ্করিণী ইত্যাদি পরিষ্কার করা ও জীবনধারণার্থ নিজ দেহ পরিষ্কার করা একই কথা। এই জাগরণ স্থায়ী হওয়া বিশেষ আবশ্যক কেননা শতবর্ষ-ব্যাপী জড়তা ও নির্জ্জীবতা বিতাড়িত করা ক্ষণিক আয়াসের কর্ম্ম নহে।

এইরূপ জাগরণ এবং যথাযথভাবে একতাযুক্ত কার্য্যে দেশের ও পল্লীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এবং পল্লীর উন্নতিতেই জাতির উন্নতি। প্রার্থনা করি এই পল্লীসেবা কার্য্যে সকলের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি হউক! আবার যেন আমরা আমদের দেশমাতৃকার "সুজলা সুফলা, মলয়জ শীতলা ও শস্যশ্যামলা" সুন্দরী মূর্ত্তি পূর্ণরূপে দেখিতে পাই। এই কার্য্যে ভগবান প্রত্যেক বঙ্গবাসীর সহায় হউন ও প্রত্যেককে কার্য্য করিবার শক্তি দিন।

ঈষৎ গলদ্

দয়িতাতুল্লর্ভের আশা চন্দ্রবাবুর শ্যালিকা বনমালাকে বিবাহ করা। কিন্তু তার জানা নাই—বনমালা এক ব্যক্তির বাক্‌দত্তা। রতীন্দ্র মেসোপোটেমিয়ায় তিন বছর কাটিয়ে আজ দেশে ফিরে এসেছে।

রতীন্দ্র অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা করতে এলো। এসে দেখলেন বনমালাকে—তার ঈপ্সিতা বনদেবীকে নয়। যখন রতীন্দ্র মেসো-পোটেমিয়ায় যায় তখন তা'র বাক্‌দত্তা বনদেবীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ ক'রে যেতে পারে-নি। রতীন্দ্রের অনুপস্থিতির সময় বনদেবীরা বাড়ী ছেড়ে উঠে যাবার পর বনমালারা ভাড়া আসে। রতীন্দ্র পুরো তিন রছর বনমালাকেই চিঠি দিয়ে এসেছে। বনমালা ভালোবাসতো রতীন্দ্র নামক এক যুবককে, তাই সে রতীন্দ্রের চিঠি আপন প্রণয়ীর জেনেই গ্রহণ ক'রতো।

তিন বছরের এই মধুর ভুলকে শোধরাবার জন্যে রতীন্দ্রের ভগিনী গীতা রতীন্দ্র ও বনমালার পাণি যুক্ত ক'রে দিলে।

দয়িতাদুর্ল্লভ নিরাশ্বাসে দেশে ফিরে গেল।

—

পাত্র-পাত্রীগণ

চন্দ্রকান্ত	গৃহস্থ ভদ্রলোক
রতীন্দ্র	মেসোপেটেমিয়া প্রত্যাগত যুবক
মদনমোহন	জনৈক ভদ্রলোক
মুক্তিনাথ	মফঃস্বলবাসী ভদ্রলোক
দয়িতাদুর্ল্লভ	হোষ্টেলবাসী কলেজের ছাত্র
মিলন, শৈখর, ফণী	ঐ ঐ
স্বপ্না	মদনমোহনের ভৃত্য
মহেশ	হোষ্টেলের ভৃত্য

নাপিত, বোবা, একজন যুবক, ভৃত্য ইত্যাদি

গীতা	চন্দ্রকান্তের স্ত্রী
বনমালা	ঐ শ্যালিকা
বনদেবী	মদনমোহনের স্ত্রী

—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হোষ্টেলের একটী কক্ষ

দয়িতাদুর্ল্লভ, মহেশ,, নাপিত, বোবা, একজন যুবক, মিলন, শেখর, ফণী ও রতীন্দ্র

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাটীর একটি কক্ষ

বনমালা, দয়িতাদুর্ল্লভ, গীতা, চন্দ্রকান্ত ও ভৃত্য

—

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানা

রতীন্দ্র, বনমালা ও গীতা

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মদনমোহনের বাটীর দালান

স্বপ্না, বনদেবী ও মদনমোহন

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোষ্টেলের একটি কক্ষ

দয়িতাদুর্ল্লভ, মিলন, শেখর, ফণী, রতীন্দ্র, মহেশ ও মুক্তিনাথ

—

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানা

রতীন্দ্র, বনমালা, গীতা, বনদেবী, দয়িতাদুর্ল্লভ, চন্দ্রকান্ত, মিলন, শৈখর, ফণী ও মুক্তিনাথ

—

মহিলা-মজলিস

রান্নাঘরে

(বেতারের মহিলা-মজলিসের শ্রোত্রীদের লেখা)

৮। ঘুঘ্‌নিদানা

সাদা মটর কিছু আগের দিন ভিজিয়ে রাখতে হয় তার পর দিন সেইগুলো সেদ্ধ ক'রে খুব নরম হ'য়ে এলে কুচোনো আলু তাইতে ফেলে দিতে হয় তারপর নুন লঙ্কাবাটা দিতে হয় থক থকে মত হ'য়ে এলে তেঁতুল গোলা অল্প পরিমাণ ও কিছু আদার রস দিতে হয়। পরে ঠিকমত হ'লে নাবিয়ে, নারকেলের ঝুরো ছড়িয়ে দিতে হয়। বেশ যাতে ঝাল, টক, নুন সমান মত হয় সেইটে লক্ষ্য রাখবেন। যাঁরা পেয়াজ খান তাঁরা নাবাবার আগে সামান্য পরিমাণ পেঁয়াজের রসও দিয়ে দিতে পারেন।

—শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

৯। চিংড়িমাছের দৈ মাছ

চিংড়িমাছ ১ সের, দৈ ১ পোয়া, চার পাঁচ গণ্ডা গোলমরিচ, দু'গণ্ডা ছোট এলাচ, গণ্ডা চারেক লবঙ্গ, কিছু দারুচিনি, আস্ত লঙ্কা চার পাঁচটি, অবশ্য যিনি যেমন ঝাল খান তেমনি বুঝে দেবেন। একটু আদা-কাটা, অল্প পেঁয়াজবাটা ও চিনি। কাঁসার কিম্বা পিতলের বাসনে রাঁধবেন না, এলুমিনিয়ামের সস্‌প্যান কিম্বা ডেক্‌চি হলেই ভাল হয়। প্রথমে একটা কলাই করা বাটীতে খোলা ছাড়ান চিংড়িমাছ (মুড়া ও ল্যাজা থাক্‌বে) দই, আদাবাটা, পেঁয়াজবাটা, গোলমরিচ, চিনি নূন, লঙ্কা, একসঙ্গে মাখিয়ে রাখবেন। সস্‌পেনেতে আধ পোয়াটাক্ ঘি চড়াবেন। পরে ঘি গরম হ'লে ছোট এলাচ, লবঙ্গ চারখানা তেজপাতা, পেঁয়াজ যাঁরা না খান তাঁরা অল্প হিং দিয়ে একসঙ্গে ফোড়ন দেবেন। যখন সেইগুলি একটু লাল হবে দই শুদ্ধ মাছগুলি তাতে ঢেলে দেবেন। যখন একটু ফুটবে তখনই ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে চাপা দেবেন ও উনুনের আগুণ ফেলে দিয়ে ঘণ্টা খানেক দমে বসিয়ে রাখবেন। মাছগুলো খুব মোলায়েম এবং নরম হ'লে নাবিয়ে নেবেন। জল একেবারেই লাগবে না।

—শ্রীমতী মলিনা দেবী

১০। সাবুর বড়ি

আগে সাবুদানাগুলি জলেতে সেদ্ধ করতে হবে। তারপর বেশ কোরে ফেনাতে হবে এবং তাতে একটু নুন ও কালো জিরে দিতে হ'বে। বেশ কোরে সেগুলো মিশিয়ে নিয়ে যেমন ক'রে আমরা বড়ি দিই তেম্‌নি ক'রে দিতে হবে, দিয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে। শুকিয়ে গেলে বেশ কোরে ঘিয়ে ভাজবেন। গরম মুড়ি ভাজার সঙ্গে এই বড়ি ভাজা খেতে বেশ ভাল লাগে।

—শ্রীমতী পুষ্প চট্টোপাধ্যায়

১১। সাবুর খিচুড়ি

সাগু প্রথমে ভিজিয়ে রাখবেন। পরে হাঁড়িতে ঘি চড়িয়ে যখন বেশ গরম হবে তখন সাদাজিরে, তেজপাতা ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মুগের ডাল ভাজতে হবে। ভাজা হ'লে পরিমাণ মত জল ও সাধারণ খিচুড়িতে যে সব মাল মশলা দিতে হয় সেগুলি দিতে হবে। অবশ্য পেঁয়াজ দেবেন না। যখন জল ফুটতে থাকবে তখন ঐ ভেজানো সাগু দিয়ে দেবেন। পরে সেদ্ধ হ'লে আরও খানিকটা ঘি দিয়ে নামাতে হয়।

— শ্রীমতী প্রতিমা সরকার

১২। ডিম-ছানার বরফী

ডালছানা দেড় সের, হাঁসের ডিম এককুড়ি, চিনি দেড় পোয়া, কিসমিস এক আনা, ছোট এলাচ একপয়সা (গুঁড়িয়ে নেবেন)। পেস্তা বাদামগুলি কুচিয়ে নেবেন। তারপর ছানাটা বেশ কোরে বেটে নিয়ে ডিমগুলি ভেঙ্গে, ছানা চিনি ডিমের গোলাটা এক সঙ্গে বেশ কোরে ফেনিয়ে নিতে হবে। তারপর একটি কাণা উঁচু পাত্রে ঢেলে তাতে ঢাকা দিয়ে খুব কম আঁচে উনুনে বসিয়ে দেবেন। ঢাকার ওপরে কিছু আগুণ রেখে দিতে হবে। আর একটা কথা ভুল হ'য়েছে ফেনিয়ে নেবার সময় কিসমিস, পেস্তা, বাদাম অর্দ্ধেকগুলো দেবেন। বাকি অর্দ্ধেকগুলো নামানো হ'লে উপরে ছড়িয়ে দেবেন। তারপর খানিকক্ষণ বসিয়ে রাখবার পর যখন ফেনা জমে গেছে দেখবেন তখন নামিয়ে নিয়ে এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে কেটে কেটে নিয়ে খেতে দেবেন।

—শ্রীমতী নলিনী দেবী
(খিদিরপুর)

১৩। দু-ঘণ্টার দৈ

প্রথমে দুধ জ্বাল দিতে হয়, কিন্তু বেশী ঘন যেন না হয় কিম্বা বেশী পাতলাও যেন না থাকে। দুধটা ঠাণ্ডা হ'লে, যখন কুসুম-কুসুম গরম থাকবে তখন তা'তে দম্বল দিয়ে পাত্রটী ঢাকা দিয়ে দেবেন এবং উনুনের কিছু তফাতে রাখলে দু'ঘণ্টায় ভাল দই জমে যাবে। উনুনের কিছু তফাতেও রাখতে পারেন কিম্বা রৌদ্রেও রাখলে হয়।

—শ্রীমতী লীলাময়ী বসু
(আজিমগঞ্জ)

১৪। এঁচোড়ের চপ্

এঁচোড় কুটে সেদ্ধ ক'রে রাখ। শিলে বাটো। সেই মশলা দিয়ে (ওলের মত) বেশ কোরে ক'ষে নাও। আলু সেদ্ধ ক'রে রাখ, এরোরুট রেঁধে রাখো, আলু গুলো বেশ ক'রে চোট্‌কে দুটি বেসম দিয়ে (বেসম না দিলেও হয়) ঠেসে নাও। তারপর নেচি কেটে কেটে ঠুঙি ক'রে সেই এঁচোড় পুর দিয়ে মুখ মুড়ে চেপ্‌টে দাও। ঐটে এরোরুটে ডুবিয়ে নাও। সুজিতে পোস্ততে মিশিয়ে রাখবে। তাইতে এ-পিঠ ও-পিঠ মাখিয়ে ভাজ। গরম গরম খাও, দেখবে বেশ খেতে লাগে।

—তোমাদের বড়দি

নীনা

[শ্রীমতী জ্ঞানদাবালা মিত্র]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবার মৃত্যু হওয়াতে কি ভীষণ দারিদ্র্য আসিয়া আমাদের পীড়ন করিতে লাগিল তাহা কল্পনারও অসাধ্য। ডেভিডের চিকিৎসা হওয়া দূরে থাকুক তাহার নিয়মিত আহার ও পরিচর্য্যা মা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। মায়ের যৎসামান্য যা গহনা ছিল, বাড়ীর ফার্নিচার সব বিক্রয় করিলেন শেষে বাড়ীখানিও বন্দক রাখিতে হইল। আমাদের আপনার বলিতে কেহই ছিল না। মা অতি দরিদ্র সৎবংশীয়া পিতা মাতার একমাত্র কন্যা। আমার পিতা মাতার রূপে গুণে আকৃষ্ট হইয়া নিজের পিতামাতার অমতে মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ পিতাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের কোন সংবাদাদি কখন লইতেন না। পিতামহী

যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন আমাদের লুকাইয়া সাহায্য করিতেন। পিতামহ ও পিতামহী দুইজনেই মারা গিয়াছিলেন, পিতার এক ভ্রাতা ও এক ভগ্নি ছিলেন তাহারা কখনও আমাদের কোন উদ্দেশ লন নাই, আমরাও কখন তাহাদের দেখি নাই। আমার পিতামহ ধনী ছিলেন। তাহার নিষ্ঠুর আচরণে বাবার এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। ডেভিড মরণাপন্ন অবস্থায়ও আমাদের কথা ভাবিত। মা তাহাকে কিছুই জানিতে দিতেন না তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল সে সবই বুঝিতে পারিত। এত দারিদ্র্যের ভিতরও মা কাহার কাছে ভিক্ষা করেন নাই। ধার ও সেলাই এর উপর মার নির্ভর ছিল। পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পরে ডেভিড মাকে কাঁদাইয়া কষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। শোকে দুঃখে কিছুদিন মা পড়িয়া রহিলেন। পরে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানই তাঁহাকে কর্ম্মের পথে পরিচালিত করিল। মা আমায় আবার স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। দিন রাত্র শিল্প কার্য্য করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। ডেভিডের অসুখের সময় প্রথম যে ডাক্তার সাহেব দেখিতেন তিনি হসপিটেলের সিভিল সারজেণ্ট কর্ণেল গ্রে। মার উপর তাহার বড়ই দয়া হইয়াছিল। মাকে একদিন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের অবস্থা সবই জানিতে পরিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি এরকম কষ্ট করিয়া কতদিন চালাইবেন। আপনার পুত্রের অসুখের সময় যে রকম সেবা করিতে দেখিয়াছিলাম অনেক শিক্ষিত নার্‌স ঐরূপ সেবা করিতে পারিত কি না সন্দেহ। আপনি নার্‌স এর কাজ শিক্ষা করুন আমি জোর করিয়া বলিতে পারি আপনি পরীক্ষার ফল খুব ভালই করিবেন পরে আমি আপনার জন্য সব ঠিক করিয়া দিয়া যাইব।

তাহার উপদেশ মত মা নার্‌সের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মার পরীক্ষার ফল ভালই হইল। ডাঃ কর্ণেল গ্রে যাইবার সময় নূতন সিভিল সারজেণ্ট ডাঃ উইল সাহেবকে সব বলিয়া দিয়া গেলেন, তিনি মাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইউরোপিয়ান হস্‌পিটেলে মাকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। এদেশী ইংরাজদের ওয়ার্ডে মা কাজ করিতে লাগিলেন। মা ক্রমে দুই বৎসর কাজ করবার পর ক্রমে ক্রমে আমাদের বাড়ীটী উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঋণও কিছু কিছু পরিশোধ করিতে লাগিলেন। আমাদের একরকম বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি সতের বৎসর বয়সে মিডিল্ পাশ দিয়া বাড়ী আসিলাম। মা আমায় ডাক্তারী পড়াইবার জন্য ঠিক করিতেছিলেন। আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমাদের এত দুঃখ কষ্টেতে রেবা আমাদের ছাড়িয়া যায় নাই, মা তাহাকে কন্যার মত পালন করিতেন। আমিও রেবা বাড়ীতে থাকিতাম। একদিন মার আসিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। আমি উৎসুখ হইয়া মা'র অপেক্ষায় বসিয়া ছিলাম। অমেক দেরীতে মা আসিলেন। মাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাইতেছে, আমি তাহাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলাম, উপর্য্যুপরি তাহার এত দেরীর কারণ কি জানিতে চাইলাম। মা বলিলেন, "একটু স্থির হইতে দাও পরে সব বলিব। "পরে বলিলেন ডাক্তার খাঁটি ইউরোপীন ওয়ার্ডের একটী কার্য্যের ভার আমায় দিয়েছেন। প্রধানা নার্‌স মিস্ কেট এত কাল এই কার্য্য করিতেন কোন কারণে তিনি হঠাৎ আজ চলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব বলিলেন—আমি মনে করি তুমি এই কাজের উপযুক্ত, একটী বড় অফিসার আহত হইয়া দুই সপ্তাহ হইল আসিয়াছেন ইহার বয়স খুবই অল্প, অন্য নার্‌স থাকা সত্তেও তোমাকেই আমি নিযুক্ত করিলাম তুমি কিছুদিন এই কাজ কর। এই সাহেবটীকে দেখিয়া অবধি নূতন করিয়া ডেভিডের কথাই মনে পড়িতে লাগিল বুঝিতে পারিতেছি মা ডেভিডের সহিত ইহার কোথায় সাদৃশ্য আছে। ইহার স্বভাবটীও ঠিক ডেভিডের মত। তাহার জন্য কেহ কিছু কাজ করিলে সে যেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত ইহারও ঠিক সেই প্রকৃতি। আমাকে অনেকবার বলিলেন, "সময় হইয়া গিয়াছে আপনি দেরী করিতেছেন কেন?" আমার কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।" পরে মা প্রায়ই হাসপাতাল হইতে আসিয়া ইহার অনেক সুখ্যাতি করিতেন। এই সব শুনিয়া আমার এই সাহেবটীকে বড়ই দেখিতে ইচ্ছা হইত। মাকে বলিলাম, "ইহাকে একবার দেখিতে পাইব না?" ডেভিডের

কথা আমি সর্ব্বদাই ভাবি তাহার সেই স্নেহ যত্ন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহার মত মূর্ত্তি কখনও দেখিতে পাইব কি? মা একদিন বলিতেছিলেন সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে আপনাকে দেখিলে মনে হয় আপনি বড় দুঃখ পাইয়াছেন। মা বলিলেন সাহেবকে বলিলাম "আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। পৃথিবীতে কেহ যেন আমার মত দুঃখ না পায়। ডেভিডের বিষয় তাহাকে সব বলিলাম। সাহেব সেদিন হইতে আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন তাহার মিষ্ট কথা ও ব্যবহারে আমি এই ছেলেটীকে ডেভিডের মতই ভাল বাসিয়াছি। ক্ষতের যন্ত্রনায় এক একবার যখন ইনি অস্থির হইয়া পড়েন তখন আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে আমি চোখের জল রাখিতে পারি না ঈশ্বরের কাছে ইহার অরোগ্যের জন্য আমি রোজ প্রার্থনা করি। ডাক্তার সাহেব আমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিতে ছিলেন—কর্ণেল অফিসারের আপনি যেমন সেবা করিয়াছেন এরকম পরিশ্রম অন্য কেহই করিতে পারিবে না। কর্ণেল সাহেব আমায় নিজেই বলিতেছিলেন আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি এত শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইতেছেন।" এইসব কথাবার্ত্তা শুনিয়া ক্রমে আমি কল্পনায় তাহার মূর্ত্তিকে ভক্তি করিতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)

হাস্যরসাভিনেতা প্রোঃ—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেতার আসরে অদৃশ্য থেকে ইনি আপনাদের বহুদিন ধ'রে আনন্দ দান কচ্ছেন। একটী তার আসলমূর্ত্তি আর একটী তাঁর পিলে-রুগী সাজা চেহারা—মনে করবেন না যে বেতার শুনে তাঁর এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ইতি—

৺বদরীকাশ্রম ভ্রমণকাহিনী

[শ্রীমতী নন্দরাণী দত্ত]

এইবার বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে আমরা কয়েকজন বদ্রীকাশ্রম গিয়েছিলাম। আমি, আমার মা, ঠাকুমা, পিসিমা এবং পাড়ার আরও কয়েকটী মহিলা এবং দু'জন ভদ্রলোক একটী চাকর ও আমাদের ভট্টাচার্য্য মশায়। সবশুদ্ধ আমরা ২৬ জন গিয়েছিলাম!

এখান থেকে প্রথমে হরিদ্বার গেলাম, সেখান থেকে আমাদের পাহাড় পথের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কেনা হোল! জিনিষগুলি হচ্ছে এই—তলায় লোহার হুক লাগান লাঠি, ছাতি, বর্ষাতি, জুতো, মোজা, কাণঢাকা টুপি, আর খাওয়ার জিনিষের মধ্যে নিলাম মিশ্রি ও কিস্‌মিস। হরিদ্বারে একদিন থেকে আমরা বাসে করে হৃষীকেশে এলাম, এখানে প্রথমে আমাদের মালপত্র ওজন করা হোল, তারপর ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও ভোজগাণ্ডি ভাড়া নেওয়া হোল। ৪ জন বেহারা যে ডুলি বয়ে নেয় তাকে সেখানে ডাণ্ডি বলে, আর যে একজন মানুষকে বেতের চেয়ারের মত ঝুড়িতে বসিয়ে পিঠে করে বয়ে নেয় তাকে কাণ্ডি বলে, মাল বাহক মুটেকে ওরা ভোজগাণ্ডি বলে। আমার মা মোটা মানুষ তিনি হেঁটে পাহাড়ে উঠ্‌তে পারবেন না বলে তাঁকে ডাণ্ডিতে করে নিলাম, আমি হেঁটেই চোল্লাম। লছমন ঝোলা পেরিয়ে পোষাক পরে আমাদের যাত্রা সুরু হোল। পোষাক হচ্চে সোয়েটার, জুতো, মোজা, টুপি, তুলোর জামা। এই সব পরে কোমরে কাপড় বেঁধে লাঠি নিয়ে যখন হাঁটা আরম্ভ হোল তখন এক একজনকে দেখে হাসি সামলান দায়। মিশ্রি কিস্‌মিস আঁচলে বেঁধে নিতে হয় ও তাই খেতে হয়, তা না হলে পাহাড়ে উঠতে উঠতে গলা শুকিয়ে ওঠে, ভয়ানক কষ্ট হয়। জুতো পরা আমাদের অনেকেরই অভ্যেস্ নেই তাই জুতো পরে পাহাড়ে ওঠার ব্যাপার খুবই হাস্যকর হোয়েছিল।

হৃষীকেশ থেকে সকালে রওনা হয়ে, বেলা পাঁচটার সময় চটী ধরা হোল এবং সেখানে সেদিন রান্নাবান্না করে খেয়ে দেয়ে থেকে গেলাম। পরদিন ভোর ৪টা থেকে বেলা ১২টা, এবং ৩টা থেকে ৮টায় চটিতে বিশ্রাম; এই নিয়মে ১৮ দিন হাঁটার পর বদ্রীকাশ্রম পৌছেছি।

রাস্তা বড় ভীতিজনক, কারণ চওড়া প্রায় ২ হাতের বেশী নয়, কোথাও আবার ১ হাত। কাজেই দুজন লোক পাশাপাশি যাওয়া যায় না। আগে পাছে যেতে হয়। আর পথে সর্ব্বদাই একা, লোকের মুখ দেখা দুষ্কর। চটী থেকে রওনা হওয়ার সময় একটী চটী নির্দ্দিষ্ট করে রাখা হোত; একে একে সকলেই সেখানে যেয়ে একত্রিত হোতেন। চটী থেকে রওনা হোত প্রথমে হাঁটাযাত্রী, তারপর মালবাহক ভোজগাণ্ডি সকলের শেষে যেত ডাণ্ডি, কাণ্ডি, কিন্তু সকলের পরে পৌছাত হাঁটা যাত্রীই।

পাহাড়ে রাস্তা উঁচুনীচু, আঁকাবাঁকা, তা যেন এক রকম হ'ল, কিন্তু রাস্তার একধারে ভীষণ স্রোতস্বিনী, প্রবল বেগবতী, অলকানন্দা গঙ্গা আর এক ধারে পাহাড়ের গভীরতম খাদ, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন, দু'দিকে চাইলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। আমার তো ভয়ে প্রাণ অস্থির হয়ে যেতে লাগল। এক একবার ৺বদ্রীনারায়ণ স্মরণ করে কোন রকমে প্রাণে বল আনবার চেষ্টা কচ্ছিলাম কি কোরব বলুন তা ছাড়া ত উপায় নেই?

পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম, পাহাড়ের গায়ে কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাপ ফুটে রয়েছে, আবার কোথাও ঝর্ ঝর্ শব্দে কাণে তালা লাগিয়ে অলকানন্দাতে পড়ে তর্ তর্ করে বেয়ে পাথর ভাসিয়ে নিয়ে চোলেছে। বড়ই অপূর্ব্ব শোভা। খানিক উপরে ওঠার পর পাখীর সুমিষ্ট কাকলী শুন্‌তে পেলাম। তাদের সেই মধুর বুলিতে পথশ্রান্তিটা যেন অনেকর লাঘব হোল। পাখীরা যেন বলে "যাত্রী বদ্রী যাও", "বদ্রী যাও"। পশুপক্ষী কিছুই চোখে পড়লো না খালি পাখীর বুলিই শুনলাম। মাঝে দু একটী পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ দেখা যায়। তাদের চেপ্টা বেঁটে বেঁটে চেহারা, রংটা কালো, পরণেও কম্বল, গায়েও কম্বল। যাত্রীদের ওরা বড়ই বিব্রত কোরে তোলে। খালি বলে—

'এ মায়ি, তোর ধরম লাগে মা" "সুই দে মা" "ডোরা দে মা" "খাট্টা দে মা" "তোর গোড় লাগি মা" অর্থাৎ সুচ, সুতা আর তেঁতুল চায়। এসব পাওয়ার তো ওদের আর উপায় নেই, কাজেই সারা বছর ওরা যাত্রীদের আশাতেই থাকে। যেখান থেকে বরফ আরম্ভ হোল, সেখান থেকে আমাদের কষ্টও বাড়লো, প্রবল শীতে হাত পা যেন বেঁকে যাওয়ার যোগাড়, বরফের চাপ যেখানে খুব বেশী সেখানে বেহারারাও সোয়ারী নামিয়ে হাত ধরে নিয়ে যায়, এবং সেই লাঠির সাহায্যে উঠতে হয়।

ধবলগিরির দৃশ্যটী বড় চমৎকার। সাদা বরফের পাহাড় যেন নীল আকাশের বুকে গিয়ে ঠেকেছে এবং সূর্য্যের কিরণে সোণার মত ঝল্‌মল্ কচ্ছে। সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের মোহিত কল্লে।

খাওয়ার জিনিষ সেখানে কিছু পাওয়া যায় না, সঙ্গে নেওয়াও সম্ভবপর নয়, কারণ নিজেদের সামলানই দায়। মালবাহকরা নিতে পারে বটে তবে ১ জনে ১ সের, ২ সেরের বেশী মাল নেয় না। অনেক লোক একসঙ্গে গেলে, অনেক জিনিষের দরকার, তাই খাওয়ার জিনিষ কেউই সঙ্গে নেয় না। কাপড় চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ঔষধপত্র এই সবই সঙ্গে থাকে। যে চটীতে উঠতে হয় সেই চটী থেকেই জিনিষ কিন্‌তে হয়। তা না হলে তারা বলে "মা, তোমাদের জন্যই ত কষ্ট করে আমাদের এখানে বসে থাকতে হয়। তোমরা যদি জিনিষ না কেন তবে আমরা কি খাই মা?" কাজেই চটী থেকেই আমাদের খাওয়ার জিনিষ পাওয়া যেত। চাল, ডাল, আটা, ঘি, দুধ, সব চটীতেই পাওয়া যায়। আলু সব চটীতে পাওয়া যায় না। কোথাও আবার ছোলা ভাজা, ভেলি গুড়ও পাওয়া যায়।

একদিন আমি চটী থেকে যেমন গোটা দু'এক বাঁক ফিরে উপরদিকে খানিকটা গেছি, অমনি ঝমাঝম্ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হোয়ে গেল, চারিদিকে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই কারণ আঁকা বাঁকা রাস্তা সোজা ত নয় কাজেই সাম্‌নে পিছনের লোক চোখেও পড়ে না। যাক্ বৃষ্টিটা যেই একটু কমেছে ওমনি দেখি পাহাড়ের প্রকাণ্ড একটা চাপ ধপাস্ করে ভেঙ্গে পড়লো, বড় চাপটা পড়লো একেবারে আমার ঠিক পাশেই। ছোট টুকরো কয়েকটা আমার পায়েই পড়লো। চাপটাকে পড়তে দেখে ভয়ে চোখ বুজে রইলাম, সমস্ত শরীরে থর্‌থর্ করে কাঁপুনি আরম্ভ হোয়ে গেল। কি বিপদ! চাপটী যদি গায়ে পড়তো তবে অলকানন্দাতে সেদিন আমার সমাধি হোয়ে যেত। একটুর জন্য সেযাত্রা বেঁচে গেলাম।

আর একদিনও বিপদে পড়েছিলাম। পিপলকোটী চটী থেকে গরুড়গঙ্গা চটী আমাদের সেদিনকার গন্তব্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হোয়েছে। ৪ মাইল তফাতে সেই চটী। বিকেলে হাঁটাযাত্রী যখন আগে রওনা হয় তখন দেখলাম আমরা ৪টী স্ত্রীলোক এগিয়ে এসেছি। খানিক যাওয়ার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে ভীষণ বৃষ্টি এল। ভিজে শীতে বরফে আমাদের যা অবস্থা তা অবর্ণনীয়। খাড়া পথ নামাও কষ্ট, তাতে শরীর অবশ। কোন রকমে গরুড়গঙ্গা চটীতে ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলাম। আমাদের দুরবস্থা দেখে তারা খানিক আগুন ও ৪ খানা কম্বল দিল। কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা আগুনের ধারে বসে ভিজে কাপড়গুলি যথা সম্ভব শুকিয়ে নিলাম। আমরা জানি যে ডাণ্ডি কাণ্ডিরা আর সকলে প্রত্যেক দিনের মত আগে আগে এসে বসে আছে, তারপর খোঁজ করে দেখি তারা কেউ আসেনি। মায়ের জন্য আমার মন বড় খারাপ হোয়ে গেল। রাত্রিতে খোজ কর্‌তে কোন লোক যেতে চাইল না কাজেই অনাহারে অনিদ্রায় সারারাত কেঁদেই কেটে গেল। পরদিন সকালে সকলে এসে পড়লো, শুনলাম বৃষ্টির জন্য বাহকরা কেউ আস্‌তে রাজি হয় নি। আমরা যতই উপরে উঠছি ততই দেখি চারিদিকে সাদা ধবধব কোরছে, বরফ ভিন্ন আর কিছুই চোখে পড়ে না। হৃষীকেশ থেকে ৮ দিন হাঁটার পর আমরা শ্রীযোগী নারায়ণ দর্শন কোরলাম। সেখানে একটী হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত আছে। স্থানীয় লোকেদের কাছে শুনলাম, দ্রৌপদীর বিয়ের সময় যে হোমকুণ্ড জ্বালা হয়েছে এই সেই হোমকুণ্ড, আজিও জ্বলন্ত আছে। এখান থেকে ৩ দিন হাঁটার পর আমরা কেদারনাথ মহাদেব দর্শন করলাম। মহাদেবের মূর্ত্তিটী একটী মস্তকহীন মোষ চার পা মুড়ে শুয়ে থাকলে যেমন দেখা যায় অনেকটা সেই রকম দেখতে। কেদারনাথে প্রবল শীত, চারিদিক বরফাচ্ছন্ন, মাটী মোটেই নাই, শীতে সমস্ত শরীর ফুলে বিকট চেহারা হয়ে গিয়েছিল। তারপর অন্যান্য

অনেক ঠাকুর দেবতা দর্শন করে, সুখে দুঃখে আনন্দে আমরা ১৮ দিন হাঁটার পর শ্রীবদরীকাশ্রমে এসে পৌছালাম।

পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে সোণার মন্দির, চারিদিকে বরফে ঢাকা, বরফ কেটে কেটে জানলা বের করা হয়েছে, কোথাও বা বরফ কেটে জানলা বের করা হচ্ছে। জুতো পরে মন্দিরেও যাওয়ার উপায় নেই তাই খালি পায়েই ঢুকতাম! ওরে বাবা! পা যেন জ্বালা করে উঠলো। আগুনে পা পড়লেই জলে এই আমার ধারণা ছিল, ঠাণ্ডাতে যে পা জলে ওঠে তা এই প্রথম অনুভব কোরলাম। তপ্ত কুণ্ড নামে সেখানে একটী কুণ্ড আছে তার জল সর্ব্বদাই গরম। সেইখানে স্নান ক'রে তবে আরাম লাগলো। পাহাড়ের উপর এই কুণ্ডটী ভারি আশ্চর্য্য। স্নান করে মন্দিরে এসে ঠাকুর দর্শন কোরলাম। শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে নারায়ণ বিরাজ কোরছেন। সেই মূর্ত্তি দর্শন করে নিমেষের মধ্যে সকল কষ্ট শ্রান্তি দুর হয়ে গিয়ে প্রাণ যেন কি এক অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরে গেল। তিন দিন আমরা সেখানে ছিলাম।

এইবার আমাদের ফিরবার পালা। অন্যপথে ফির্‌তে হয়। এপথটী বেশ সহজ, এবং ওঠার চেয়ে নামাও সহজ। বদ্রীনারায়ণ থেকে রওনা হোয়ে ৭ দিনে মেলচৌরী চটীতে পৌছিলাম। এখানে ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ভোজগাণ্ডি বিদায় দিতে হয়, কারণ তারা আর ওদিকে যায় না। এখানে ঘোড়া পাওয়া যায়। আমরা মালপত্র ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে হেঁটে চল্লাম, ঠাকুমা বুড়ো মানুষ তিনি হাঁটতে চাইলেন না এবং পারতেনও না; অথচ ঘোড়া ভিন্ন কিছু সুবিধামত পাওয়া যায় না, তাই ঠাকুমাকে ঘোড়ার পিঠে বাধ্য হয়েই চড়তে হোল, পাহাড়ে রাস্তা, ২১ মাইল হাঁটা সোজা কথা নয়। মেলচৌরী থেকেই শীতটা একটু কম অনুভব হোল। বরফ নেই, পথও বেশ ভাল। মেলচৌরী থেকে ৪ দিনে ২১ মাইল দূরে শ্রীকোট চটীতে এলাম। এখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। আমরা ৪ খানা গরুর গাড়ী ভাড়া নিলাম।

পশুগুলি ওখানকার খুব শিক্ষিত দেখলাম! কারণ একটা মজার কাণ্ড হয়েছিল, আপনারা যদি না হাসেন তবে বলি। আমাদের গাড়োয়ানটা কতক দূর এসে বলে কি, —'মা আজ ত আমার বিয়ে! বিয়ে কোরতে তো যেতে হবে, আবার গাড়ী না চালালেই বা খাব কি? এই ত কদিন, সারা বছরের পর আমাদের রোজগার। কি করি বলুন মা আমার, না গিয়ে তো উপায় নেই! মা, আপনাদের কোন ভয় নেই, গরু আপনিই ঠিক যাবে, আপনি খালি রশিটা ধরে থাকবেন আর মাঝে মাঝে ন্যাজটী টেনে দেবেন। এই বলে সে তো চলে গেল। দেখলাম সত্যিই গরু ঠিক মোড় ফিরে ফিরে এঁকে বেঁকে চল্‌ছে। আশ্চর্য্য! কিন্তু আমার কপালে শেষে কিনা গাড়ী চালান লেখা ছিল? হা, ভগবান! যাক্ দুদিন পর গাড়োয়ান এসে ঠিক জায়গায় গাড়ী ধরেছে। বাঁচা গেল। শ্রীকোট থেকে রামনগর ৩৬ মাইল। ১২॥ মাইল চড়াই ৭॥ মাইল ওৎরাই, আর বাকী ৮ মাইল সমতল পথ। রামনগর রেল ষ্টেশন। রামনগরে এসে এতদিন পর রেলগাড়ী দেখে প্রাণ আনন্দে অধীর হোয়ে উঠলো। এতদিন হেঁটে আমাদের পা যেন আর আমার বইতে চাইছিল না। রামনগরে এসে আহ্লাদের চোটে সেদিন আর রাঁধাবাড়ার পাট হোলোই না। ঝরণায় স্নান করে লিচুবাগানে গিয়ে পেটভরে লিচু খেয়ে তারপর সহরটা বেশ ঘুরে এলাম এবং বাজার থেকে তৈরী খাবার, তরমুজ ও অন্যান্য ফল টল কিনে নিয়ে আমরা গাড়ীতে এসে চড়ে বস্‌লাম। বিকেলে মোরাদাবাদ সহরে এসে, ঘুরে দেখে টেখে অনেক তরমুজ কিনে নিলাম। তারপর সেখান থেকে গাড়ীতে উঠে দিন পর একেবারে হাওড়ায় এসে নিশ্চিন্ত। সংক্ষেপে লিখে জানালাম তবুও কত বেশী লেখা হোল। কেমন লাগে আপনাদের জানাবেন। ইতি—

গান

[বাণীকুমার]

দেশী তোড়ী—তেত লা

অখিল বিমানে তব জয় গানে
যে সাম রব ;
বাজে সেই সুরে সোনার নূপুরে
চিত্তে নব !
হে আলোর আলো তিমির মিলালো !
তব জ্যোতিঃ সুধা চেতনা বিলালো ;
রাগিণী দেশীরে গাহিল মধুরে
সে বৈভব ॥

—

সুর—পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বালি স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

রা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	সরা	রপা	জ্ঞা	-া	রা	জ্ঞা	রা	সা				
অ	খি	ল	বি	মা -	- -	নে	-	ত	ব	জ	য়				
রা	ণ্া	সা	-া	রা	মা	পা	-া	মধা	মপা	জ্ঞা	-া				
গা	-	নে	-	যে	-	সা	-	ম -	র -	ব	-				
রা	জ্ঞা	সা	রা	ণ্া	সা	-া	-া	সা	রা	মা	পা				
-	-	-	-	-	-	-	-	বা	-	জে	-				
মা	পা	মধা	পা	র্সা	ণা	র্সা	পা	মধা	মপা	জ্ঞা	রা				
সে	ই	সু -	রে	সো	না	-	র	নূ-	পু	রে	-				

সা	রা	মা	মা	পা	-া	(ম)ধা	পা	(ম)রা	জ্ঞা	(র)সা	রা	
চি	-	ত্তে	ন	ব	-	-	-	-	-	-	-	

স্ন্	সা	-া	-া }	‖
-	-	-	- }	‖

{ মা	পা	র্সা	র্সা	র্সা	-র্া	ণা	র্সা	র্সর্রা	র্সর্জ্ঞা	র্রা	র্সা
{ হে	আ	লো	র	আ	-	লো	-	তি -	মি -	র	মি

ণর্সর্রা	ণর্সা	দা	পা } ‖	মা	পা	(জ্ঞ)রা	জ্ঞা	সা	রা	(স)ণ্	সা
লা -	- -	লো	- } ‖	ত	ব	জ্যো	-	তি	সু	ধা	-

রা	মা	রমপধা	পা	(মা)জ্ঞা	রা	সা	সা ‖	{ মা	পা	র্সা	-র্া
চে	ত	না - - -	বি	লা	-	লো	- ‖	{ রা	গি	নী	-

র্সা	র্সা	র্সা	-র্া	ণা	র্সা	ধা	পা	পধা	মপা	জ্ঞা	রা } ‖
দে	শী	রে	-	গা	হি	ল	-	ম -	ধু -	রে	- } ‖

সা	রা	মা	মা	পা	-া	ধা	পা	রা	(ম)জ্ঞা	সা	রা
সে	-	-	বৈ	-	-	ভ	ব	-	-	-	-

(স)ণ্	সা	-া	-া	‖
-	-	-	-	‖

বেতারে স্বর গ্রহণের সহজ পন্থা।

যদি আগে থেকেই অনেকের মত ফিলিপ্‌সের 'মিনিওয়াট'—এইচ্‌, এফ, এম্প্রিফাইয়ার্‌ ও ডিটেক্টার্‌ হিসাবে ব্যবহারে আপনি উৎসাহী ও উৎসুক থাকেন তাহা হইলে ভালই করিয়াছেন। তবে রেডিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে বিশিষ্ট ডিজাইনের পাওয়ার ভ্যাল্‌বের দরকার। এনোড, ক্যাথোড ও তিনটী গ্রিড্‌ সমেত ৫টী ইলেক্‌ট্রোড্‌যুক্ত বিশিষ্ট ডিজাইনের

ফিলিপ্‌স্‌ পেন থড বি ৪৪৩ই

জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

পেন থড বি ৪৪৩ থেকে যে মিষ্টি গান ও কথা বেরোয় তার আওয়াজ খুব বেশী অথচ সুস্পষ্ট। আপনি শুনিলে সত্যই বিস্মিত হইবেন।

বিনামূল্যে পুস্তিকা বিতরণ

বেতারে ভালভাবে স্বর গ্রহণ করিতে চান? তাহা হইলে ভালভাবে স্বর গ্রহণের উপায় ফিলিপ্‌সের ভ্যাল্‌ব্‌ গাইডের জন্য আজই লিখিয়া পাঠান। শুধু আপনার পূরা নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেই আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিব।

PHILIPS RADIO

PARAGON POWER VALVE

ফিলিপ্‌স্‌ ইলেক্‌ট্রিক্যাল কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

ফিলিপ্‌স্‌ হাউস্‌

হেষ্যাম রোড

কলিকাতা।

ঋতু-মাল্য *

বাণীকুমার

বর্ষ-বোধন

চৈত্র রাতি শেষ হ'য়ে যায়,
বরষের আজ যাবার পালা !
এই দিনেতে আন্‌লো কেরে
বিসর্জ্জনের বরণ-ডালা ! ?
লুপ্ত মধুর বসন্ত-গান,
ক্লান্ত সমীর তুল্‌ছে কী তান,
বিদায় রাতে পরালো কে
বর্ষ-গলে জয়ের মালা ! ?
নবীন আজি সুর তুলেছে,
ঝঙ্কারিয়া আকাশ-পাতাল ;
ধরণীর এই হিন্দোলাতে
দোল্ দিয়েরে ক'রলে মাতাল !
প্রাবার-লোটা সোহন বেশে—
তরুণ-তানে ধরলো হেসে
বিদায়-বেলায় স্বাগত-গান,—
বইলো হাওয়া আগুন জ্বালা ! ?
জীর্ণ-বরষ নূতন-সাজে
উড়িয়ে দিলে জয়-পতাকা ;
যৌবনেরি ঝড়ের বেগে
উজল পাখায় ধায় বলাকা !
প্রলয়-গানের তানে তানে,
উৎসব-সুর জাগ্‌লো প্রাণে ;
বৈশাখের আজ রুদ্রনাটে—
প্রেম সাধনার হোমের আলা ! ॥

দগ্ধ মহাম্বর মাঝে
রুদ্রের শঙ্খ যে বাজে
তৃষ্ণার ক্রন্দন ভুবনে !
রাখাল বাজায় বাঁশী দূরে
শঙ্কর শান্ত সে সুরে
স্তব্ধ প্রকৃতি সুর-ভজনে !
আনো বহি মধু-আশাবাণী
ঝঞ্ঝা-সঘন মেঘখানি—
গর-গর-গরজন-স্বননে !
হে তাপন অন্তরে এসে
জাগো জাগো করুণার বেশে,
নাশো তাপ মধুর-স্তবনে !

গ্রীষ্ম

গান

প্রচণ্ড আতপ-তাপে
কুলায়ে বিহঙ্গম কাঁপে ;
জ্বলে হোমহুতাশন গগনে !
পবন ছুটিছে হাহাস্বনে,
আরাম নাহিরে জনে জনে,
একী তপ উল্লাস সাধনে !

বর্ষা

গান

নেমেছে আজ নবীন বাদল ব্যথার গুরুভারে ;—
কোন্ বাণী সে পাঠায় আমার গোপন প্রাণের তারে !
উড়িয়ে ছায়া উত্তরীয় বিজন-বাসীর পরশ দিও,
তুমিই আছো প্রিয়ার কাছে বেদন জানাবারে ॥
মিলন যে-দিন উদার-তানে বাজলো বাঁশির সুরে,
দূরের মানুষ কাছে এলো ভাবনা গেলো দূরে !
সেই মিলনের মঞ্জুহাসে আসবে সে-কি আমার পাশে
ভাদ্রশেষে মিলন যখন আলোয় অন্ধকারে ॥
নাগাল তোমার কখন পাবো ওগো চিত্তহরা !
প্রথম মিলন-দিনের বাণী বাঁশির-ব্যথায়-ভরা !
আকাশ-ধরার মিলন-দিবে আলোর ধ্যানে গান থামিবে,
অসীম প্রেমের পরশ পাবো পাগল বাদল-ধারে ॥
বর্ষারাতের গন্ধে-ভাষায় উতলা ক্রন্দন ;
কেয়াবনে সঙ্গী-বিহীন বিরহগুঞ্জন !
ডাক্‌ছি তোমায় নিখিল জুড়ে' বজ্রধ্বনি আস্‌ছে ঘুরে ;
ঝিল্লিমুখর বেণুবনের আঁধার হৃদয়-দ্বারে !
এই হৃদয়ের নিশীথ-রাতে আয় গো অভিসারে ॥

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—"ঋতুমঙ্গলের গান ও সংলাপের ভাষা সমগ্রভাবে মুদ্রিত করা হোলো না। তা'র কিয়দংশের পরিচয় প্রদান করা গেলো।

শরৎ

গান

ওরে শরৎ আলো, প্রাণের আলো,
অভিমানের এ-কী চলা !
আশ্বিনেরি রাত মিলালো—
ফুরালো হায় সকল-বলা ! ।
তুমি ঝরে'-পড়া শিউলি সনে—
পালিয়ে-গেলে সঙ্গোপনে !
আজি দিকে দিকে কাজল-রেখা,—
বণস্থলী ভয়-বিভলা ।
ওরে শরৎ আলো, বিমল আলো,
করুণ রাগে কেন গাওয়া !
নীল-আকাশের ক্ষুব্ধ কালো—
ঢাকলো তোমার ব্যাকুল চাওয়া ! ।
তোমার হৃদয়ে-রঙে রঙীন্-হিয়া,
কমল-দলে যাও ভুলিয়া ;
আহা প্রতি-রেণু জানে তোমায়,
পুলক-খেলা মিছেই ছলা ! ॥

হেমন্ত

গান

হে আমার হেমন্তমণি !
মন-ভোলানী অশ্রুব্যাকুল করুণ তোমার গান-গাহনি !
হেমন্তমণি !
গান যে তোমার ফসল-ফলার খুসি ভ'রে ভ'রে দিল,
সেই আনন্দ এই ধরণীর চিত্তলোকে ঝঙ্কারিল ;
(তাই) বিদায়-বেলায় কান্না-হাসি
দোলায় জয়ের সুর-বাঁধনি !
হেমন্তমণি !
সোনার ধানে বিভব-দানে তৃপ্ত হোলো দিগঙ্গনা,
কোন অমরায় লুট ক'রে দাও ধরার কোলে বিভলমনা,
(ওগো) পূর্ণ তুমি আপন দেওয়ায়,
অমৃত-প্রাণ আজ ধরণী,—
হেমন্তমণি !
জ্যোতির স্মৃতি ম্লান-মধুর বীণার তানে বিষাদ ভরে,—
বিস্মৃতিরি তুহিন-পারে বাজবে দূরে দিগন্তরে,
(আজ) লুকিয়ে রাখে রেণুর তলে
হাসি তোমার ওই সরণি !
হেমন্তমণি ! !

শিশির

গান

হে শিশির উদাসীন—
যেতে চাও বুঝি অস্ত-অচলে,
এলো বিদায়ের দিন !
আজি যৌবন মুক্তির গানে
রূপে রঙে রসে মাতাবে বিমানে,
তোমার শাসন ভুলিয়া বনানী
বিকশিবে অমলিন ! !
তোমার প্রতাপে সবে
ভুলেছিল গান শঙ্কিত প্রাণে,
জাগে তারা উৎসবে !
আজিকে নবীন অপরূপ বেশে,
সম্পদ-ভার ভরি দিবে এসে ;
তা'র সে অমিত-গৌরব দানে
জয়ী হোলো আজি মিলন-বাণীর বীণ্ !!

বসন্ত

গান

বাসন্তী-মধুরিমা হোক নবীনোদয় !
গৌরব-গানে ধরা হোক্ জ্যোতির্ম্ময় !
এসো চির-নন্দিত প্রাণে
আনন্দ-গানে ;
জাগ্রতজয়ী ক্ষেম নাহি নাহি ক্ষয় ! ॥
অপগত হিমের রাত্রি,
মাতিলরে উৎসব-যাত্রী !
জাগে ফাগুনের মধুবাণী
সংশয় হানি ;
চির-যৌবন-জয়ী হোক্ অভ্যুদয় !!

বিদায়

গান

আজি বিষাদ-গানে, (হায় প্রাণে),
বাজে কানন-তরু-মর্ম্মরে পথিক বেণু ! ।
হে চির-পান্থ বধূঁ উন্মন
না জানি কী বিচ্ছেদে !
মল্লী-সুরভি ললিত বেদনে
বন্ধ সমীর নিশ্বাসে ॥
কেন যে মর্ম্ম বিরাগীরে
অকারণ বিরহের আভাসে ! ।

অনুষ্ঠান-পত্র

কলিকাতা ষ্টেশন

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

—

শুক্রবার ১০ই এপ্রিল ১৯৩১

২৭শে চৈত্র ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (হিন্দী ও উর্দ্দু)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩॥টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও মারাঠী)

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫॥—৬॥টা ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

বক্তৃতা

বক্তা—স্যর সি, ভি, রমণ এফ, আর, এস্

বিষয়—রমণ-রশ্মি

—

৭॥টা আবহাওয়া ও সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানির দর (ইংরেজী ও বাংলায়)

—

অভিনয় রজনী

—

৮—১০টা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসুর

"আশ্‌মানি"

—

God Save the King

শেষ

—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাদের ঘোষণা মন্দিরে প্রতিদিন সাধারণতঃ যথাক্রমে প্রাতঃকালীন, দ্বিপ্রাহরিক, বৈকালিক ও সান্ধ্য এই চারিটী অনুষ্ঠান হোয়ে থাকে। প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে এবং অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে কর্পোরেশনের ঘড়ি অনুসারে সময় ঘোষিত হবে।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কোনো দিন ভারতীয় প্রোগ্রাম হোয়ে যাবার পর ইউরোপীয় প্রোগ্রাম আরম্ভ হয় আবার কোনো দিন বা ইউরোপীয় প্রোগ্রামের পর ভারতীয় প্রোগ্রাম হয়। এই দুই প্রোগ্রামের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ একটা শেষ হওয়ার পর অন্যটী আরম্ভ হবার পূর্ব্বে আবহাওয়া ও সংবাদাদি এতদিন ঘোষিত হোত, কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র শুক্রবার দিন ছাড়া প্রত্যহ রাত্রে ৯টা থেকে ৯॥টা সংবাদ জ্ঞাপন করবার ব্যবস্থা হ'ল।

সাধারণতঃ বেতার নাটুকে দল কর্ত্তৃকই নাটকগুলি অভিনীত হোয়ে থাকে। অন্য কোনো সম্প্রদায় কোনো নাটক অভিনয় করলে অনুষ্ঠান পত্রে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হবে।

শনিবার ১৯ই এপ্রিল ১৯৩১

২৮শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (হিন্দী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা

মহিলাদের রচনা ও চিঠি-পত্র পাঠ

—

৩—৩॥টা ছাত্রদের ঘণ্টা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত

—

৭টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

শ্রীসিদ্ধেশ্বরচন্দ্র দাস (হারমোনিয়াম)

—

৭-২০ (সাধারণ বাংলা গান)

শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

৭-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

আফ্‌তাব্‌উদ্দিন ফকির—সুরসংগ্রহ ও বাঁশী

—

৮টা (সাধারণ বাংলা গান)

মিস্ মাণিকমালা

—

৮-২০ (হিন্দী গান)

শ্রীরাখাল মিশ্র

—

৮-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

নাম্নে বাবু—হারমোনিয়াম

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজিতে)

—

৯॥টা—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

রবিবার, ১২ই এপ্রিল ১৯৩১

২৯শে চৈত্র ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

৮-৪৫ (সাধারণ বাংলা গান)
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅনিলকুমার বসু

—

৯-৫ (বাংলা ও হিন্দী গান)
মস্তান গামা
মিস্ উষারাণী

—

৯-৪০—১০টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)
ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী

—

১১॥টা—১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

(সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ গির্জ্জে থেকে রীলে)

—

ভারতীয়-প্রোগ্রাম

—

৭॥টা (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)

—

কুমারী অন্নপূর্ণা দেবী গোস্বামী
,, সুনীলা বসু
,, সুধীরা দাসগুপ্তা
কুমারী শিলাবতী হাজরা
,, গীতা রায়
শ্রীনিতাইচন্দ্র দে
শ্রীকিরণচন্দ্র দাস

—

৮-৫০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
শ্রীঅমরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯॥—১০॥টা (ধ্রুপদ গান)
শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
আসফাক্ হোসেন

—

God Save the King

শেষ

—

রেডিও সেট কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের **"সেনোলা সেট"** দেখিতে ভুলিবেন না। এই সেট দেখিতে যেমন সুন্দর আওয়াজ ও তেমনি জোর ও স্পষ্ট। আমাদের নিজেদের কারখানায় বিখ্যাত রেডিও ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নিখুঁতভাবে তৈয়ারী এবং প্রত্যেক সেটের জন্য আমরা এক বৎসরের গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। আমরা অন্যান্য সেট ও রেডিওর যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয়ার্থ রাখি। অন্যত্র কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের দোকানে পদধূলি দিতে ভুলিবেন না।

তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স
"রেডিও হাউস"
২১নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা।
(লিণ্ড্সে ষ্ট্রীটের মোড়)
ফোন কলিকাতা ৩৩৪৫।

সোমবার, ১৩ই এপ্রিল ১৯৩১

৩০শে চৈত্র ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও হিন্দী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—অতীতের মাতৃগণ

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩॥ ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (হিন্দী ও উর্দ্দু)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(আধুনিক ও সাধারণ বাংলা গান)

—

মিস্ আবীরাবালা

মিস্ প্রফুল্লবালা

শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায়

মিঃ কে মল্লিক

মিঃ আর সি বড়াল

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

—

৮-৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

অরফিক্ ক্লাব সেক্‌ষ্টেট্

(ডি এন্ দাসের অধিনায়কত্বে)

—

৮-১৫ (হাসির গান)

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

—

৮॥টা (সাধারণ বাংলা গান)

শ্রীকালীপদ পাঠক

শ্রীঅনাথনাথ বসু

—

৮-৫০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

অরফিক্ ক্লাব সেক্সটেট্

—

৯টা আবহাওয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন

পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজিতে)

—

৯॥টা (সাধারণ হিন্দী গান)

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আবদুল আজিজ খাঁ

—

১০-১০॥টা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

God Save the King

শেষ

—

মঙ্গলবার ১৪ই এপ্রিল ১৯৩১

১লা বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

বুধবার ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩১

২রা বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও হিন্দী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (গুজরাটী ও হিন্দী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

১-৪৫ রোটারী ক্লাব হইতে রীলে

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

২॥—৩॥টা মহিলা মজলিস

বিষয়—কথকতা

কথক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৫॥টা ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

অভিনয়

রেডিও আর্টিষ্টগণ কর্ত্তৃক

"ঋতুমঙ্গল"

—

৯॥—১০॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

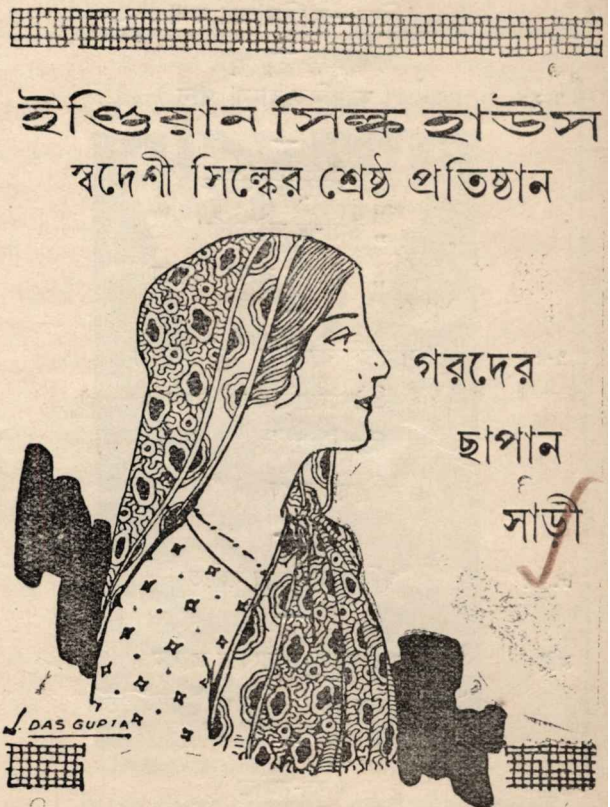

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—মহাভারতের গল্প

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও হিন্দী)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(বক্তৃতা)

বক্তা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বিষয়—আবিষ্কারের কথা

—

৭-২০ (আধুনিক বাংলা গান)

—

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

,, উমাপদ ভট্টাচার্য্য

,, হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৭-৫৫ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মিস্ ঊষারাণী

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

৮-৪৫ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৯টা আবহাওয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন

পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯৷৷টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

ক্যালকাটা সেক্‌ষ্টেট্

—

৯-৪০ (হিন্দী গান)

শ্রীসতীমোহন সান্যাল

নান্নে সাহেব

তফজ্জল হোসেন

—

১০-২০—১০৷৷টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

ক্যালকাটা সেক্‌ষ্টেট্

—

God Save the King

শেষ

—

বৃহস্পতিবার, ১৬ই এপ্রিল ১৯৩১

৩রা বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (গুজরাটী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—কি করিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(সাধারণ বাংলা গান)

—

মিস্ প্রফুল্লবালা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

—

৭-২৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

মিঃ আর সি বড়াল (পিয়ানো)

—

৭-৩৫ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)

মিস্ আঙ্গুরবালা

মস্তানগামা

—

৮-১৫ (হাসি ও কৌতুক)

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৮-২৫ (যন্ত্র সঙ্গীত)

শ্রীনৃপেন্দ্র মজুমদার—ক্ল্যারিওনেট

—

৮-৪০—৯টা (কীর্ত্তন)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

৯-১৫—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

শুক্রবার, ১৭ই এপ্রিল ১৯৩১

৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

নব বসন্তের প্রসাধনে
নূতন সাবানখানি মেখে দেখুন।

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্
২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

মহিলা মজলিস্
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
বিষয়—বিজ্ঞানের কথা
মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড
(তামিল ও তেলেগু)

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫৷৷—৬৷৷টা ছোটদের বৈঠক
বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭৷৷টা আবহাওয়া সংবাদ, বাজার দর,
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৮—১১টা অভিনয় রজনী
স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়ের
"প্রহ্লাদ চরিত্র"

—

God Save the King

শেষ

—

শনিবার, ১৮ই এপ্রিল ১৯৩১
৫ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী ও উর্দ্দু)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

২—৩টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
বিষয়—ঐতিহাসিক কথা
মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৬৷৷টা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৭টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)
বাণীসঙ্ঘ সেক্‌ষ্টেট্
(মিঃ জে, ঘোষের অধিনায়কত্বে)

—

৭-১০ আধুনিক বাংলা গান

—

মিস্ আভাবতী
শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত
,, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
,, জ্ঞান ঘোষ

—

৭-৫৫ (হিন্দী ভজন)
মিঃ আর সি বড়াল

—

৮-৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
বাণীসঙ্ঘ সেক্‌ষ্টেট
—
৮-১৫ (হিন্দী গান)
পণ্ডিত হরিশচন্দ্র বালী
—
(যন্ত্র-সঙ্গীত)
৮-৪০—৯টা নান্নে বাবু (হারমোনিয়াম)
—
৯॥—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
God Save the King
শেষ
—

রবিবার, ১৯শে এপ্রিল ১৯৩১
৬ই বৈশাখ ১৩৩৮
—
প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান
—
৮॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
প্রভাত বার্ত্তা
—
৮-৪৫ (সাধারণ হিন্দী বাংলা গান)
—
মিস্ মাণিকমালা
শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
মিঃ কে, মল্লিক
—
৯-৪০—১০টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)
আফতাবউদ্দিন ফকির—সুর-সংগ্রহ
—
১১॥টা—১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান
—
৬॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
সেণ্ট পল্‌স্ গির্জ্জা থেকে রীলে
—
৭॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
?
—
৯টা আবহাওয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন
বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরাজিতে)
—
৯॥টা ?
—
God Save the King
শেষ
—

সোমবার, ২০শে এপ্রিল ১৯৩১
৭ই বৈশাখ ১৩৩৮
—
প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান
—
৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
প্রভাত বার্ত্তা
—
ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (বাংলা ও হিন্দী)
—
৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান
—
১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—মহাভারতের গল্প

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (হিন্দী)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

ক্যালকাটা রেডিও ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনয়

"ঈষৎ গলদ"

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯৷৷টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী

হাফেজ আলি (স্বরোদ)

—

God Save the King.

শেষ

—

মঙ্গলবার, ২১শে এপ্রিল ১৯৩১

৮ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (বাংলা, হিন্দী ও গুজরাটী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

১-৪৫ রোটারী ক্লাব হইতে রীলে

—

২৷৷টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিষয়—কথকতা

—

THE GRAMOPHONE MART.

For

Every thing in Music

Try

Their Radio-Amplifier

and

enjoy the purest reception.

Address :-172, Harrison Road,

CALCUTTA.

Phone B. B. 1621.

বৈকালিক অনুষ্ঠান

—

৫॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা (আধুনিক বাংলা গান)

—

শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু

মিস্ বীণাপাণি

,, প্রভাবতী

—

৮-৫ (সাধারণ হিন্দী ও বাংলা গান)

—

মিস্ মাণিকমালা

শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

৮-৪৫ (হাসি কৌতুক)

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৯॥—১০॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

বুধবার, ২২শে এপ্রিল ১৯৩১

৯ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও উর্দ্দু)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—সোমদত্ত

বিষয়—বিবিধ

(পাঁচালী)

শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

—

৩—৩॥টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও মারাঠী)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(বক্তৃতা)

বক্তা—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্ এ

বিষয়—সংস্কৃত লেখকগণ

—

৭-২০ (সাধারণ বাংলা গান)

—

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভাদুড়ী

,, কালীপদ পাঠক

,, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

আসফাক্ হোসেন খাঁ

মিস্ উষারাণী
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
—
৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)
—
৯॥টা (আধুনিক বাংলা গান)
—
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু
„ উমাপদ ভট্টাচার্য্য
—
৯-৫৫—১০॥টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)
ছোটে খাঁ—(সারেঙ্গী)
—
God Save the King.
শেষ
—

বৃহস্পতিবার ২৩শে এপ্রিল ১৯৩১
১০ই বৈশাখ ১৩৩৮
—
প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান
—
৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
প্রভাত বার্ত্তা
—
ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (বাংলা ও গুজরাটী)
—
৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান
—
১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
মহিলা মজলিস্
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
বিষয়—ইংলণ্ডের জীবন
মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ
—
৩—৩॥টা ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী ও উর্দ্দু)
—
সান্ধ্য-অনুষ্ঠান
—
৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
(কৌতুক-অনুষ্ঠান)
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গান
„ নলিনীকান্ত সরকার—গান
„ বীরেশ্বর চৌধুরী—গান
—
(সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)
মিস্ প্রফুল্লবালা
„ আবীরাবালা
„ আভাবতী
তফজ্জল হোসেন
—
৮-৪৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
শ্রীনৃপেন্দ্র মজুমদার (ক্ল্যারিওনেট)
—
৯॥টা—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
God Save the King.
শেষ
—

বেতার জগতের বার্ষিক মূল্য—
১৸৵০ আনা
ভিঃ পিঃ—২৸৵০ আনা

COSSOR

New Process VALVES

Especially the NEW 215. S. G. & 210. DET.

LOWEST INTER-ELECTRODE CAPACITY.

SEVEN POINT SUSPENSION.

		Filament Amps.	Anode Volts	Impedance	Amp. Factor	Price
For 2-volt Accumulators						
210 H. F.	H. F., Detector or L F.	.1 amp.	75-150	20,000	20	Rs. 7-0-0
210 L.F.	First L F. Stage	.1 amp.	75-150	12,000	10	„ 7-0-0
210 R.C.	R.C.C. or Detector	.1 amp.	75-150	50,000	36	„ 7-0-0
210 DET.	Special Detector	1 amp.	75-150	13,000	15	„ 7-0-0
215 P.	Normal Power Use	.15 amp.	75-150	4,000	9	„ 8-0-0
220 P.	Normal Power Use	.2 amp.	75-150	4,000	8	„ 8-0-0
230 X.P.	Extra Power	.3 amp.	75-150	2,000	4	„ 12-8-0
215 S.G.	Screened Gird	.15 amp.	120-150	300,000	330	„ 16-8-0
220 S.G.	Screened Gird	.2 amp.	120-150	200,000	200	„ 16-8-0
230 P.T.	Pentode	.3 amp.	100-180	20,000	40	„ 18-8-0
For 4-volt Accumulators						
410 H.F.	H.F , Detector or L.F.	.1 amp.	75-150	20,000	20	„ 7-0-0
410 L.F.	First L. F. Stage	.1 amp.	75-150	8,500	15	„ 7-0-0
410 R.C.	R.C.C. or Detector	.1 amp.	75-150	60,000	40	„ 7-0-0
410 P.	Normal Power Use	.1 amp.	75-150	4,000	8	„ 8-0-0
415 X.P.	Extra Power	.15 amp.	75-150	2,000	4	„ 12-8-0
410 S.G.	Screened Gird	.1 amp.	120-150	200,000	200	„ 16-8-0
415 P.T.	Pentode	.15 amp.	100-180	20,000	40	„ 18-8-0
425 X.P.	Super Power	.25 amp	150	2,000	7	„ 12-8-0
For 6-volt Accumulators						
610 H.F.	H F. Detector or L.F.	.1 amp.	75-150	20,000	20	„ 7-0-0
610 L F.	First L.F. Stage	.1 amp.	75-150	7,500	15	„ 7-0-0
610 R.C.	R.C.C. or Detector	.1 amp.	75-150	60,000	50	„ 7-0-0
610 P.	Normal Power Use	.1 amp.	75-150	3,500	8	„ 8-0-0
610 X P.	Extra Power	.1 amp.	75-150	2,000	5	„ 12-8-0
610 S G.	Screened Gird	.1 amp.	120-150	200,000	200	„ 16-8-0
615 P.T.	Pentode	.15 amp.	100-180	20,000	40	„ 18-8-0
625 P.	Super Power	.25 amp.	100-200	2,500	7	„ 12-8-0
Special Power Valves						
620 T.	Output in Large Amplifiers	1.6 amp.	350-400	1,400	3.2	„ 26-8-0
660 T.	Public Address Amplifiers	4.0 amp.	400-500	800-1000	2.25	„ 92-0 0
680 P.	Power Amplification	.8 amp.	300-400	6,000	5 5	„ 16-8-0
680 X.P.	Heavy Duty Amplification	.8 amp.	300-400	2,750	3.0	„ 16-8-0
680 H.F.	First Stage Amplification	.8 amp.	300-400	20,000	27	„ 16-8-0
41 X.P.	Extra Power Valve	1.0 amp.	200-240	1,400	4.5	„ 16-8-0
Mains Valves						
4-volt Indirectly Heated Cathode		Heater Amps.				
41 M.H.F.	H.F. or Detector	1 amp.	200 max.	14,000	32	„ 12-8-0
41 M.L.F.	First L F. Stage	1 amp.	„ „	7,900	15	„ 12-8-0
41 M.R.C.	R C.C. or Detector	1 amp.	„ „	20,000	35	„ 12-8-0
41 M.P.	Normal Power Use	1 amp.	„ „	5,000	13	„ 15-0-0
41 M.X.P.	Extra Power	1 amp.	„ „	2,000	6	„ 18-8-0
41 M.S.G.	Screened Gird	1 amp.	„ „	400,000	1,000	„ 18-8-0

SOLE DISTRIBUTORS IN INDIA.

Queen's Road, Nr. Marine Lines, BOMBAY.

BOMBAY RADIO Co. Ltd.

43/1D, Dharamtola Street, CALCUTTA.

Telegram—DERADICOM. Telephone—Bz. 3726

RADIO SETS
CAN BE HAD HERE
ON EASY MONTHLY
INSTALMENTS
STOCKISTS OF UP-TO-DATE
COMPONENTS
DE RADIO CO.
FACING CENTRAL AVENUE,
5/1, KENDERDINE LANE, CALCUTTA.

Advertise in the
BETAR JAGAT
(The official organ of the Indian State Broadcasting Service)
—It will pay you to appeal to the Radio listening public. They have money to spend and they spend it.
Considering the class of readers and the unique publication in Bengal at Rs. 20/- per page you cannot buy better value. Further particulars from—
EUREKA PUBLICITY SERVICE
157B, DHARAMATALA STREET, CALCUTTA.
Phone : Cal 5345.

স্ফেরাভক্স লাউডস্পীকার

আপনার সেটের সঙ্গে 'স্ফেরাভক্স' ব্যবহার করিলে দেখিবেন রেডিওগান আরও সুমিষ্ট এবং আরও স্পষ্ট হইয়াছে। বাজারে যত প্রকার লাউডস্পীকার আছে তন্মধ্যে 'স্ফেরাভক্স' লাউডস্পীকারের মত এমন নিখুঁত স্বাভাবিক আওয়াজ আর কোনটীতে দেখা যায় না।

সুন্দর কৃষ্ণাভ ফ্রেমের মধ্যে মেহগ্নি রং এর cone - ঘরে রাখিলে ঘরেরও শোভা বাড়ায়।

নিকটবর্ত্তী রেডিওর দোকানে অনুসন্ধান করুন, না পাইলে আমাদের জানাইবেন; আমরা আপনার বাড়ী গিয়া শুনাইয়া আসিব।

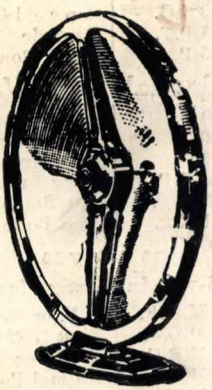

মূল্য ৪০৲ মাত্র

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্
ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও প্রধান রেডিও বিক্রেতা
৯ নং ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা

Printed and Published by Subesh Ch Bhoumik, at the Juno Printing Works, 12, Ram Chandra Moitra Lane, Calcutta, Edited by N. Mozoomder. 1, Garstin Place, Calcutta.